সুনীল এবং সুনীল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মানবিক সম্পর্ক নাকি এক-যুগের কমে দানা বাঁধে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের বয়স, সেক্ষেত্রে, দুই যুগ পেরিয়ে গেল। গত পঁচিশ বছরে নানা ভূমিকায় তাঁকে আমি দেখেছি। কবির ভূমিকায়, কথাসাহিত্যিকের ভূমিকায়, মানুষের ভূমিকায়। লক্ষ করেছি যে, প্রতি ভূমিকাতেই তিনি সহজ, সটান, ঋজু। একটি ভূমিকাতেও যে কখনও তাঁকে মাথা নীচু করে চলাফেরা করতে দেখেছি, এমন আমার মনে পড়ে না।

'দেশ' পত্রিকায় নতুন একজন কবির লেখা বেরিয়েছিল। ঠিকানা জোগাড় করে তাঁকে চিঠি লিখি। সুনীলের বয়স তখন কুড়িও নয়। আমাদের সম্পর্কের সেই সূচনা। প্রথম প্রথম তাঁকে আমি স্নেহ করতুম। কিন্তু দু-পাঁচ বছর কাটবার পরেই টের পেয়ে যাই, অনেক ব্যাপারেই তিনি আমার তো বটেই, আমার চেয়ে প্রবীণতর মানুষদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্যতা রাখেন।

যেমন ধরা যাক বন্ধুবৎসলতা। কবিদের মধ্যে এক অরুণকুমার সরকার ছাড়া এত বন্ধুবৎসল মানুষ আমি দুটি দেখিনি। 'কৃত্তিবাস' নামক দস্যুদলের সুনীলই ছিলেন নায়ক। কিন্তু এমন নম্র ও বিনয়ী দস্যু-সর্দার সহসা চোখে পড়ে না। নম্রতা ও বিনয় অবশ্য তাঁর শক্তিমত্তারই সাক্ষ্য দেয়। বিনয় ব্যাপারটা কি সকলকে মানায়। সুনীল যেহেতু শক্তিমান তাই তাঁকে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

সুনীলের গদ্যরীতির মধ্যেও এই বিনয় দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর কোনও রচনাতেই তিনি কখনও তাক-লাগানো লোক-ঠকানো কথা বলেন না। কায়দা করে কথা বলে কাউকে চমকে দেবার চেষ্টা করেন না। স্টান্ট, গিমিক ইত্যাদি সব ব্যাপার যে বিজ্ঞাপনী কলাকৌশল মাত্র, তা তিনি জানেন, এবং সেই কারণেই এইসব সস্তা ট্রিকারি থেকে সর্বদা তিনি দূরে থাকেন। তাঁর ভাষা সবসময়েই প্রাঞ্জল। আমার মনে হয়, বিনয় ও নম্রতা যদি না তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য হত, এই প্রাঞ্জলতাকে এত সহজে তাহলে তিনি আয়ত্ত করতে পারতেন না।

প্রাঞ্জলতা তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। যাঁদের আমরা আধুনিক মানসের লেখক বলে গন্য করি, তাঁদের মধ্যে সুনীলের মতো এত জনপ্রিয় আর কে? কিন্তু হায়, তাঁর অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, সুনীলের মতো এত জটিল মানসিকতার লেখকও এ-দেশে বেশি জন্মান নি। তাঁর 'সরল সত্য' উপন্যাস পাঠের পর প্রথম সে কথা আন্দাজ করি। পরে তাঁর আরও কিছু গদ্যরচনা পড়ে আমার এই বিশ্বাস আরও জোর পায় যে, তাঁর অনেক লেখাই আসলে একইসঙ্গে দুটি স্তরকে ছুঁয়ে থাকে। একটি স্তরে তিনি যত সহজ, অন্য স্তরে তিনি তত কঠিন। যেমন তাঁর গল্প-উপন্যাস, তেমনি তাঁর কবিতা সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

মহৎ লেখার এটি একটি চরিত্রলক্ষণ। একই সঙ্গে তা অসংখ্য পাঠকের মনোরঞ্জন করে, এবং অন্তত কিছু পাঠককে প্ররোচিত করে তার ভিতর থেকে অন্যতর কোনও অর্থ নিষ্কাশন করে নিতে। এমন কোনও অর্থ, বেশির ভাগ পাঠক যার সন্ধান হয়তো কোনও কালেই পাবে না, এবং না পেয়েও খুশি থেকে যাবে।

এক বাঙালী লেখক একদা বলেছিলেন, জনপ্রিয়তা বড়ই দুর্গন্ধবহ ব্যাপার। সুনীলের মতো কিছু-কিছু লেখক মাঝে মাঝে প্রমাণ করে দেন যে, সর্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবার মতো কথা ওটা নয়, অন্তত কিছু ক্ষেত্রে নেহাতই অক্ষমের

আর্তনাদ। এমন জনপ্রিয় লেখক অবশ্য অনেক দেখি, সত্যিই যাঁরা নিতান্ত মোটা রকমের রুচির সঙ্গে আপোস করে চলেন। কিন্তু তাই বলেই যদি জনপ্রিয়তা ও এই ধরনের আপোসকে আমরা কার্যকারণের সূত্রে গাঁথি, তাহলে নিশ্চয় সেটা একটা আত্যন্তিক সরলীকরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সুনীল জনপ্রিয় লেখক। কিন্তু জনতা-জনার্দনের রুচির সঙ্গে আপোস করবার ফলেই যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা, এমন উক্তি অশ্রদ্ধেয়।

কবি সুনীল ও কথাসাহিত্যিক সুনীল, দুজনেই দূরপথের যাত্রী। আমি গণৎকার নই, তবু বলতে পারি যে, দুই সুনীলই এমন অনেক রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন, দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যার তাৎপর্য বুঝতে ব্যস্ত থাকবে। সেই সব রচনার মধ্য দিয়ে যে অভিমান, যে অপরাধবোধ এবং যে উদাসীনতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তার নানা অর্থ যে দিনে-দিনে পরিস্ফুট হবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

সুনীল আমার প্রিয় লেখক। আমার প্রিয় লেখককে আমারই চোখের সামনে আমি তৈরি হয়ে উঠতে দেখেছি। তার জন্য আমার খুব গর্ববোধ হয়।